আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১০ ডিসেম্বর ২০০৪

প্রতি বছর মানবাধিকার দিবস আমাদেরকে স্বরণ করিয়ে দেয় আমাদের দেশ ও সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটেযাওয়া মানবাধিকার লংঘনের কথা । এ দিবস আরো স্বরন করিয়ে দেয় সকলের জন্য মানবাধিকার বাস্তবে রুপদান করতে হলে আমাদেরকে আরো বহু কাজ করতে হবে। মানবাধিকার শিক্ষা হলো এ জাতীয় প্রচষ্টার অন্যতম গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ। এর উদ্দেশ্য নতুন প্রজম্মকে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং সেগুলো চর্চা রক্ষার উপায় সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। এসব অধিকারের মধ্যে আছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাদ্য, গৃহায়ন, বিবাহ ও পরিবার গঠন, জন জীবনে অংশগ্রহন অত্যাচার, স্বেচ্ছাচারমূলক গ্রেফতার ও আটক থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার। অর্থাৎ সেইসব অধিকার যা মানুষের অভাব ও ভয় দুর করতে প্রয়োজন হয়। আজ সাধারন পরিষদ জাতিসংঘ মানবাধিকার শিক্ষা দশকের (১৯৯৫-২০০৪) সমাপনী উদযাপন করবে। এ উপলক্ষে সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অধিবেশন বসবে, যাতে মনবাধিকার শিক্ষা বিষায়ক বিশ্ব কর্মসুচি ঘোষনার সুপারিশ বিবেচনা করা হবে। এ কর্মসুচির প্রথম তিন বছর (২০০৫-২০০৯) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর আলোকপাত করা হবে। এর মধ্যে থাকবে পাঠ্যক্রমে মানবাধিকার বিষয় অন্তভুক্ত করা, শিক্ষা প্রক্রিয়া ও শি্ক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তন করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা যেখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তার পরিবেশ উন্নত করা । মানবাধিকার শিক্ষা স্কুলে পাঠদান বা একদিনের আলোচ্য বিষয়ের চেয়ে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ন। এটা একটা প্রক্রিয়া যাতে মানুষ নিরাপত্তা ও মর্যদার সাথে বসাবস করতে সক্ষম হয়। এবারের এই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আসুন আমরা প্রজম্মের মধ্যে মানবাধিকর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও লালন এবং সকল সমাজে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও শান্তির প্রসারে একত্রে কাজ করি।

** ** **